অধ্যায় ১

সমাজতত্ত্বের লিঙ্গায়ন (Gendering Sociology)

Sharmila Rege (2003) তাঁর 'Sociology of Gender : The Challenge of Feminist Sociological Knowledge' নামক সম্পাদিত গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন যে, তিনটি ঘটনা সমাজতত্ত্বে 'লিঙ্গ' (Gender) গুরুত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, ১৯৯৮ সালে চতুর্দশ বিশ্ব কংগ্রেস শুরু হওয়ার আগে The International Sociological Association (ISA) অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক জ্ঞানব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়। কিছু নারীবাদী এবং কিছু মহিলা সমাজতাত্ত্বিকদের দাবির ভিত্তিতে ISA-তে ১৯৭০-এর দশকে 'Women in Society' (WIS) নামক 'Research Committee' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু প্রথম তিনটি কার্যকরী আঞ্চলিক সম্মেলনে এই কমিটিতে কোনো সদস্য যেমন ছিল না তেমনি এই সম্মেলনে যারা গবেষণাপত্র পাঠ করেছিলেন তারা সকলেই ছিলেন পুরুষ। কিন্তু ISA-র প্রতিশ্রুতিই ছিল যে, লিঙ্গ সমতা বজায় রাখা এবং ISA এটাও উপলব্ধি করেছিল যে, নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানব্যবস্থাকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এই কারণে ISA চতুর্দশ কংগ্রেসের আগে যে সংখ্যাটি প্রকাশ করে তার শিরোনাম ছিল 'Global Feminist Enlightenment'. এর ভূমিকাতে বলা হয় যে, '"This is only a beginning at the dawn of the feminist enlightenment ..... . The layered structures and processes of patriarchal domination resist both inquiry and change." (Rege 2003:1&2)

এটা মনে রাখতে হবে যে, ১৯৭০-এর দশকের প্রথমদিকে নারীবাদী তাত্ত্বিক Jessie Bernard মত প্রকাশ করেন যে, সমাজতত্ত্বে নারীবাদের বৈপ্লবিক মুহূর্ত এসে গেছে এবং সমাজতত্ত্বে নারীবাদী নবজাগরণও শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এই শুরুটাকে বুঝতে প্রায় ২৫ বছর লেগে যায় এবং তাই নারীবাদীরা এর পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন অনুভব করেন।

Rege দ্বিতীয় যে ঘটনাটিকে তুলে ধরেন তা হল Social Sciences (1996)-এর পুনর্গঠনের জন্য Gulbenkian Commission-এর প্রস্তাব। কমিশন তার রিপোর্টে

নারীবাদী চ্যালেঞ্জটিকে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, "Dissident voices - notably (but not only) feminists - have questioned the ability of the social sciences to account for their reability .... In many ways the current denunciations of these disciplines ... are to some extent merely a repetition of earlier criticisms ... but earlier criticisms were largely ignored." (ibid:02)

Rege তৃতীয় যে দৃষ্টান্তটিকে তুলে ধরেন তা হল British Sociological Association (BSA)-এর Equality of Sexes Committee-র পর্যবেক্ষণ। এই কমিটির পর্যবেক্ষণটিও নিম্নরূপ—

> "The setting up of women's studies courses has been primarily of interest to women ... . There is pressure on women to undertake the burden of course development in this area ... . All male sociologists need to recognise the significance of challenges made by feminist ideas throughout sociology and to re-examine the power relations within which they themselves operate." (ibid:02)

ISA, Gulbenkian Commission এবং BSA—এই তিনটি দৃষ্টান্ত বৌদ্ধিক, সাংগঠনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ' (Gender)-কে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। দুই তিন দশক পূর্বেও স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে সমাজতত্ত্বের পাঠ্যক্রমে 'Gender' বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসাবে রাখা ছিল এবং Gender Studies-এ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও ছিল খুব কম। কিন্তু Sociologists for Women in Society-র মতো সংগঠন ছাড়াও ISA-এর Women in Society এবং BSA-র Equality of Sexes Committee-র নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিকেরা যৌথ প্রচেষ্টার মাধমে মূল ধারার সমাজতত্ত্বে নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞানব্যবস্থা এবং 'জেন্ডার'-কে অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিল।

সমাজতাত্ত্বিকদের পেশাগত কাজকর্মের সাথে দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদের লিঙ্গ রাজনীতির বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই 'লিঙ্গ সমাজতত্ত্ব' (Sociology of Gender) নির্মাণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সম্পর্কিত বৌদ্ধিক বিষয়গুলিকে পৃথক করা যাবে না। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদের উত্থান এবং তাদের "Personal is Political" শ্লোগানটির সাথে সাথে নারীবাদীরা দেখাতে চাইলেন যে, নারী হিসাবে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। এদের মতে, সমাজতত্ত্ব এবং পেশাগত সমাজতাত্ত্বিকেরা মূলত পুরুষকেন্দ্রিক আধিপত্য (hegemony) স্থাপন করে জ্ঞান ব্যবস্থাকে নির্মাণ করেছে। J. Bernard (1973) তাঁর 'My Four Revolutions : An Autobiographical History of the ASA' নামক প্রবন্ধে

বলেছেন সমাজতত্ত্বের চতুর্থ বিপ্লব হল সমাজতত্ত্বের প্রতি নারীবাদীদের চ্যালেঞ্জ। এই সময় অনেক সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে, সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে 'লিঙ্গ' (Gender) বিষয়টি অনুপস্থিত। J. Acker (1973) তাঁর 'Women and Social Stratification : A Case of Intellectual Sexism' প্রবন্ধে বলেছেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত অধ্যয়নে এতদিন ধরে জেন্ডারের বিষয়টি অবহেলিত রয়েছে। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং গবেষণা পদ্ধতিতে জেন্ডার অনুপস্থিত বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। এদের মতে সমাজতত্ত্ব হল পুরুষকেন্দ্রিক একটি শাস্ত্র এবং এখানে পুরুষদের নিয়ে ও পুরুষদের জন্যই সমস্ত গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। পুরুষ নমুনা সংগ্রহ করেই সমাজতত্ত্ব তার গবেষণাকার্য সম্পাদন করেছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে বা বলা যায় পুরুষ নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতেই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রগুলিকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বলে মূলধারার সমাজতাত্ত্বিকেরা তাদের অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে নারীদের ক্ষেত্রগুলিকে বাদ দিয়েছে। আবার যে সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে গবেষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেখানেও তাদেরকে লিঙ্গকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে। P. Abbot এবং C. Wallace (1990) তাই বলেছেন যে, তাত্ত্বিকভাবে ও অভিজ্ঞতামূলকভাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি থেকে নারীরা লুক্কায়িত বা বঞ্চিত থেকে গেছেন। এই কারণে সেই সময় মূল ধারার সমাজতত্ত্বের প্রতি নারীবাদীদের মোহমুক্তি ঘটেছিল। কারণ এই মূলধারার সমাজতত্ত্ব হল পুরুষধারার সমাজতত্ত্ব (Male stream Sociology)। সমাজতত্ত্বের জ্ঞানগত কাঠামোতে নারীদের অনুপস্থিতির বিষয়টিকে তাই নারীবাদীরা আলোকপাত করতে শুরু করেন এবং নারীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও বিষয়বস্তু গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া শুরু করেন এই সকল নারীবাদীরা। অর্থাৎ সাবেকি সমাজতত্ত্বের পরিবর্তন ঘটানোর একটা উদ্যোগ এই সকল নারীবাদী পথিকৃতদের দ্বারা শুরু হয় কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে সমাজতত্ত্বের বৌদ্ধিক কাঠামোতে নারীরা অনুপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজে জেন্ডার এবং পৃথক পৃথক লিঙ্গগত ভূমিকাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে 'জেন্ডার'-কে বোঝার চেষ্টা করা হয়। চতুর্থ পর্যায়ে জেন্ডার এবং সমাজের অন্যান্য কাঠামোগত অসাম্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বা সম্পর্কটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।

সমাজতত্ত্বের প্রতি নারীবাদীদের সমালোচনার পক্ষে তিনটি প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এগুলি হল অন্তর্ভুক্তি (inclusion), বিচ্ছিন্নতাবাদ (separatism) এবং পুর্নধারণাকরণ (reconceptualization)। প্রথম প্রতিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের বৌদ্ধিক কাঠামোতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে বলা হয় যে,

বলেছেন সমাজতত্ত্বের চতুর্থ নিষ্পন্ন হল সমাজতত্ত্বের প্রতি নারীবাদীদের চ্যালেঞ্জ। এই সময় অনেক সমাজতাত্ত্বিক দেখিয়েছেন যে, সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে 'লিঙ্গ' (Gender) বিষয়টি অনুপস্থিত। J. Acker (1973) তাঁর 'Women and Social Stratification : A Case of Intellectual Sexism' প্রবন্ধে বলেছেন, সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত অধ্যয়নে এতদিন ধরে জেন্ডারের বিষয়টি অবহেলিত রয়েছে। সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু এবং গবেষণা পদ্ধতিতে জেন্ডার অনুপস্থিত বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। এদের মতে সমাজতত্ত্ব হল পুরুষকেন্দ্রিক একটি শাস্ত্র এবং এখানে পুরুষদের নিয়ে ও পুরুষদের জন্যই সমস্ত গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। পুরুষ নমুনা সংগ্রহ করেই সমাজতত্ত্ব তার গবেষণাকার্য সম্পাদন করেছে এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলকে সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে বা বলা যায় পুরুষ নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতেই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রগুলিকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বলে মূলধারার সমাজতাত্ত্বিকেরা তাদের অধ্যয়ন ও গবেষণা থেকে নারীদের ক্ষেত্রগুলিকে বাদ দিয়েছে। আবার যে সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে গবেষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেখানেও তাদেরকে লিঙ্গকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে। P. Abbot এবং C. Wallace (1990) তাই বলেছেন যে, তাত্ত্বিকভাবে ও অভিজ্ঞতামূলকভাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি থেকে নারীরা লুক্কায়িত বা বঞ্চিত থেকে গেছেন। এই কারণে সেই সময় মূল ধারার সমাজতত্ত্বের প্রতি নারীবাদীদের মোহমুক্তি ঘটেছিল। কারণ এই মূলধারার সমাজতত্ত্ব হল পুরুষধারার সমাজতত্ত্ব (Male stream Sociology)। সমাজতত্ত্বের জ্ঞানগত কাঠামোতে নারীদের অনুপস্থিতির বিষয়টিকে তাই নারীবাদীরা আলোকপাত করতে শুরু করেন এবং নারীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও বিষয়বস্তু গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া শুরু করেন এই সকল নারীবাদীরা। অর্থাৎ সাবেকি সমাজতত্ত্বের পরিবর্তন ঘটানোর একটা উদ্যোগ এই সকল নারীবাদী পথিকৃতদের দ্বারা শুরু হয় কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে সমাজতত্ত্বের বৌদ্ধিক কাঠামোতে নারীরা অনুপস্থিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজে জেন্ডার এবং পৃথক পৃথক লিঙ্গগত ভূমিকাগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। তৃতীয় পর্যায়ে সমাজ কাঠামোর প্রেক্ষিতে 'জেন্ডার'-কে বোঝার চেষ্টা করা হয়। চতুর্থ পর্যায়ে জেন্ডার এবং সমাজের অন্যান্য কাঠামোগত অসাম্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বা সম্পর্কটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়।

সমাজতত্ত্বের প্রতি নারীবাদীদের সমালোচনার পক্ষে তিনটি প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। এগুলি হল অন্তর্ভুক্তি (inclusion), বিচ্ছিন্নতাবাদ (separatism) এবং পুর্নধারণাকরণ (reconceptualization)। প্রথম প্রতিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্বের বৌদ্ধিক কাঠামোতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে বলা হয় যে,

পরস্পর সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করার কথা বলেন। কোনো কোনো নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক লিঙ্গ বা জেন্ডারকে জনজীবন পদ্ধতিবিদ্যার (Ethnomethodological) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করার কথা বলেন। West এবং Fenstermaker বর্ণবৈষম্য, শ্রেণি এবং লিঙ্গ বা জেন্ডারকে সমাজকাঠামোর উত্থানশীল পরিস্থিতি হিসাবে গণ্য করেছেন। এই দুই চিন্তাবিদ মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে বর্ণবৈষম্য, শ্রেণি এবং লিঙ্গ বা জেন্ডারের অভিজ্ঞতার যুগপতিত্বকে তুলে ধরেছেন। 'Doing Gender' এবং 'Doing Difference' মতবাদগুলিও সমালোচিত হয় ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিটিকে এবং লিঙ্গ, বর্ণভেদ ও শ্রেণিব্যবস্থার সম্পর্কটিকে উপেক্ষা করেছে বলে। ফলে 'জেন্ডার'-কে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থা হিসাবে না দেখে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। J.Lorber বলেন, "Gender is as institution that establishes patterns of expectations for individuals, orders the everyday social processes, is built into major social organizations and is an entity in and of itself" (Rege 2003:09). বস্তুতপক্ষে এই মতবাদ জেন্ডারের আপাতবিরোধী দিকগুলি দেখার কথা বলে। সুতরাং জেন্ডার বিষয়টি একদিকে বিতর্কমূলক অন্যদিকে আবার অপরিহার্য ধারণা হয়ে ওঠে। বিতর্কমূলক এই কারণে যে, কিছু পণ্ডিত 'নারী' (women) থেকে 'লিঙ্গ' (gender)-এ পরিবর্তনটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। অন্য

পরস্পর সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করার কথা বলেন। কোনো কোনো নারীবাদী সমাজতাত্ত্বিক লিঙ্গ বা জেন্ডারকে জনজীবন পদ্ধতিবিদ্যার (Ethnomethodological) দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখা করার কথা বলেন। West এবং Fenstermaker বর্ণবৈষম্য, শ্রেণি এবং লিঙ্গ বা জেন্ডারকে সমাজকাঠামোর উত্থানশীল পরিস্থিতি হিসাবে গণ্য করেছেন। এই দুই চিন্তাবিদ মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে বর্ণবৈষম্য, শ্রেণি এবং লিঙ্গ বা জেন্ডারের অভিজ্ঞতার যুগপতিত্বকে তুলে ধরেছেন। 'Doing Gender' এবং 'Doing Difference' মতবাদগুলিও সমালোচিত হয় ক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিটিকে এবং লিঙ্গ, বর্ণভেদ ও শ্রেণিব্যবস্থার সম্পর্কটিকে উপেক্ষা করেছে বলে। ফলে 'জেন্ডার'-কে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থা হিসাবে না দেখে তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়। J.Lorber বলেন, "Gender is as institution that establishes patterns of expectations for individuals, orders the everyday social processes, is built into major social organizations and is an entity in and of itself" (Rege 2003:09). বস্তুতপক্ষে এই মতবাদ জেন্ডারের আপাতবিরোধী দিকগুলি দেখার কথা বলে। সুতরাং জেন্ডার বিষয়টি একদিকে বিতর্কমূলক অন্যদিকে আবার অপরিহার্য ধারণা হয়ে ওঠে। বিতর্কমূলক এই কারণে যে, কিছু পণ্ডিত 'নারী' (women) থেকে 'লিঙ্গ' (gender)-এ পরিবর্তনটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। অন্য পণ্ডিতদের কাছে অপরিহার্য এই কারণে যে, জেন্ডারের ধারণা দ্বারা আধিপত্য, পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের পারস্পরিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানব অভিজ্ঞতার ব্যাপক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে।

কিছু নারীবাদী একদিকে 'Category Women'-কে গুরুত্ব দিয়েছেন, কিছু নারীবাদী আবার 'Category Gender'-কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদীরা, কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীরা এবং দলিত নারীবাদীরা মনে করেন যে, 'Category Women'-কে গুরুত্ব দিলে নারীদের সম্পর্কে সার্বজনীন ও সমসত্ত্ব ধারণা লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ, মধ্যবিত্ত বা উচ্চজাতের মহিলাদের জীবন অভিজ্ঞতা যেন একই প্রকার মনে হয়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তো ভিন্ন। নারীদের অবস্থা বর্ণভেদে, জাতিভেদে, শ্রেণিভেদে, লিঙ্গ প্রবণতা অনুযায়ী তো ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই 'Category Gender'-কে গুরুত্ব দিলে নারীদের পৃথক পৃথক জীবন অভিজ্ঞতাগুলিকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে বলে এরা মনে করেন।

সমাজতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীরা সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রাথমিকভাবে পেয়ে থাকে সমাজতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক থেকে। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকগুলি হল সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান প্রসারের অন্যতম

না বলে 'রাজনৈতিক' বলে গণ্য করেন। তাসত্ত্বেও নারীবাদীদের চাপে বিষয়গুলিকে জেন্ডার প্রেক্ষিতে আলোচনা সমাজতত্ত্বের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে আমেরিকা ও কানাডার ২৩৮টি সমাজতত্ত্ব বিভাগের মধ্যে ৯৪টি বিভাগে Sociology of Gender-এর উপর পি.এইচ.ডি. কোর্স ও স্নাতক (সাম্মানিক) কোর্স শুরু হয়।

এইভাবে সমাজতাত্ত্বিক জ্ঞান জগতে 'সেক্স' থেকে 'জেন্ডার'-এ এবং উইম্যান স্টাডিস থেকে জেন্ডার স্টাডিসে রূপান্তর ঘটেছিল। অর্থাৎ সমাজতত্ত্বে জেন্ডারের অন্তর্ভুক্তি ঘটে সোসিওলজি অফ্ জেন্ডার নামে সমাজতত্ত্বে নতুন শাখার বিকাশ ঘটে। ফলে মূল ধারার সমাজতত্ত্বে 'জেন্ডার' হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

✣ ভারতে 'সোসিওলজি অফ্ জেন্ডার'-এর বিকাশ: (Development of Sociology of Gender in India) :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের দুটি মহাবিপ্লব অর্থাৎ ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব এবং ফ্রান্সের ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে বিকশিত সমাজতত্ত্ব ইউরোপের উন্নত দেশসমূহে দ্রুত প্রসারিত হলেও এর প্রভাব ভারতে প্রায় এক শতাব্দী পর দেখা যায়। অসংগঠিতভাবে ভারতে সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্বের চর্চা বহু আগে থেকে শুরু হলেও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ফ্রান্সে যখন সমাজতত্ত্ব বিকাশ লাভ করে তখন ভারত ছিল ব্রিটিশদের হাতে পরাধীন। বলা যায়

✣ সমাজতত্ত্বে 'জেন্ডার'-এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Theoretical Analysis of Gender in Sociology) :

সাবেকি সমাজতাত্ত্বিক ঘরানাতে 'সেক্স' এবং 'জেন্ডার' নিয়ে খুবই কম আলোচনা হয়েছে। Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber এবং Georg Simmel-এর মতো সাবেকি সমাজতাত্ত্বিকেরা তাঁদের আলোচনাতে হয় নারীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন অথবা পরিবারের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে খুবই কম আলোচনা করেছেন। এই সময় মনে করা হত যে, নারীর শরীর হল প্রজননে সক্ষম ব্যক্তিগত বিষয়, যার কাজ হল সন্তান পালন ও গার্হস্থ্য কাজগুলিকে দেখাশোনা করা। অপরদিকে পুরুষরা হল যৌক্তিক, যাদের বিচরণ ও ক্রিয়াকর্ম বাড়ির বাইরে ব্যবসা বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। সমাজতত্ত্বের জনক Auguste Comte-এর মতে নারীদের কাজ হল বিচ্ছিন্ন ও যৌনগতভাবে অস্থায়ী পুরুষদের মনুষ্যোচিত করা। Comte-এর মতে বিবাহ হল অশৃঙ্খলিতদের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করার একটা ব্যবস্থা এবং এই শৃঙ্খলা আনার জন্য নারীদেরকে পুরুষদের অধীনস্থ করার প্রয়োজন ছিল। তাই Comte-র মতে সামাজিক অস্তিত্বের জন্য লিঙ্গগত সমতা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক Emile Durkheim বলেছেন, পুরুষরা হল সম্পূর্ণভাবে সমাজের সৃষ্ট ফসল, কিন্তু নারীরা হল মূল প্রকৃতির ফসল এবং এই কারণে পুরুষ ও মহিলাদের পরিচিতি, স্বাদ, প্রবৃত্তি প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির (Giddens 2006:110)। Durkheim-এর মতে, পুরুষদের আবেগ-ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নারীদের প্রয়োজন হয়েছিল এবং এই কাজটি পরিবারের মধ্যে সম্পাদিত হত। নারী সম্পর্কে Durkheim-এর বক্তব্য ছিল আপাত বিরোধমূলক। কারণ তিনি একদিকে মহিলাদেরকে অনেক বেশি আদিম প্রকৃতির বলে গণ্য করেছেন, অপরদিকে আবার বলেছেন পুরুষদের সভ্য ও স্থিতিশীল করার ভূমিকাটি নারীদেরকেই নিতে হয়। কিন্তু Durkheim-এর এই বক্তব্যকে আধুনিককালের অনেক তাত্ত্বিকই মেনে নেননি। কারণ তাঁদের মতে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষ ও নারীর পরিচিতি একইভাবে নির্ধারিত হয়।

অপর এক সমাজতাত্ত্বিক Karl Marx নারী-পুরুষের ক্ষমতা ও মর্যাদার পার্থক্যকে বা লিঙ্গগত পার্থক্যকে শ্রেণিগত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। Marx বলেছেন মানব সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্বে কোনো লিঙ্গভেদ (Gender) যেমন ছিল না তেমনি কোনো শ্রেণিবিভাজনও সমাজে পরিলক্ষিত হয়নি। তাঁর মতে সমাজে যখন শ্রেণি বিভাজনের উদ্ভব ঘটে তখনই নারীদের উপর পুরুষদের ক্ষমতা বা আধিপত্যের বিষয়টি শুরু হয় এবং নারীরা পুরুষদের 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' বলে পরিগণিত হতে শুরু

করে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে। Marx বলেছেন, সমাজ থেকে যেদিন শ্রেণিব্যবস্থা অবলুপ্ত হবে সেইদিন নারীদের এই পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটবে।

পাবলিক/প্রাইভেট বিভাজনকে গুরুত্ব না দিয়ে Max Weber একদিকে যেমন পুরুষতান্ত্রিক পরিবারের সমালোচনা করেছিলেন যেখানে মহিলারা পুরুষদের অধীনে ছিল; অন্যদিকে তিনি আবার আধুনিক যৌক্তিকীকরণের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত গার্হস্থ্য সম্পর্কেরও বিশ্লেষণ করেছেন। Weber বিশ্বাস করতেন যে, চুক্তিভিত্তিক বিবাহের মাধ্যমে নারীরা যে সামান্য ক্ষমতা অর্জন করেছে তার ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নিপীড়িতা সদস্যা হিসাবে তাদের মর্যাদার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে।

সমাজতাত্ত্বিক George Simmel বলেছেন, নারীরা বাড়ির মধ্যে অপৃথকীকৃত (Undifferentiated) এবং অদ্বিতীয়া হিসাবে থাকে কিন্তু পুরুষেরা সমাজে প্রচলিত শ্রমবিভাজনের জন্য মূলত পৃথকীকৃত (differentiated) চরিত্রের। তাঁর মতে এই কারণে পুরুষেরা হল দ্বৈত প্রকৃতির, যা নারীরা নয়। তিনি বলেছেন এই দ্বিভক্তির সমাধান করার জন্য পুরুষদেরকে মহিলাদের চেয়ে বেশি সৃজনশীল জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

সমাজে লিঙ্গগত অসাম্য কেন উপস্থিত সেই প্রশ্নের উত্তর সমাজতত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই তত্ত্বগুলি হল ক্রিয়াবাদ (functionalism), দ্বন্দ্বতত্ত্ব (conflict theory) এবং প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদ (symbolic interactionism)। এছাড়াও নারীবাদী তত্ত্বগুলিও এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজকে একটি জটিল ব্যবস্থা হিসাবে দেখেছে যার অংশগুলি সমাজের সংহতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করে থাকে। লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কিত ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ১৯৪০-এর দশকে এবং ১৯৫০-এর দশকে বিকশিত হয়েছিল। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক Talcott Parsons-এর একক দম্পতিকেন্দ্রিক পরিবার (Nuclear family) সম্পর্কিত মডেলের বিকাশের সাথে সাথে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কিত ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজে শ্রমবিভাজন তৈরির ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হল একটি কার্যকরী ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট বিভাগগুলি শ্রমের নির্দিষ্ট ও নিজ নিজ কাজের জন্য স্পষ্টভাবে দায়বদ্ধ। শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে সমাজে সম্পদ ও দক্ষতার সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হয়। তাই কাঠামো ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লিঙ্গগত অসাম্য থাকার কারণেই পূর্ব নির্ধারিত লিঙ্গগত ভূমিকাগুলি পালন করার ক্ষেত্রে এই শ্রমবিভাজন পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। যেমন মহিলারা পরিবারের দেখাশোনা ও যত্ন নেওয়ার কাজটি করে এবং পুরুষেরা পরিবারের প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগানের কাজটি করে থাকে। সুতরাং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো লিঙ্গভেদ (Gender) সামগ্রিকভাবে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ

অবদান রাখে। অর্থাৎ ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী 'জেন্ডার' বা লিঙ্গভেদ সমাজের ক্রিয়াগত প্রয়োজনীয়তাগুলিকে (functional prerequisites) চরিতার্থ করার মাধ্যমে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজটি করে থাকে। আধুনিক ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যে লিঙ্গগত ভূমিকাগুলিকে অনুপ্রবিষ্ট করানো হয় তার ফলেই সমাজে লিঙ্গগত অসাম্যের সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্যের জন্যই নারীরা অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। সমাজ কাঠামোতে অর্থনৈতিক অসাম্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্যের কারণে এই ক্ষমতা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী তাই লিঙ্গভেদকে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যাবে পুরুষেরা নারীদের ক্ষতি সাধনের জন্য সমাজে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধাগুলিকে কিভাবে দখল করে আছে তার ভিত্তিতে। এই তত্ত্ব তাই পুরুষদেরকে প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং নারীদের অধঃস্তন গোষ্ঠী হিসাবে দেখেছে। এদের মতে পুরুষরা তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদাকে বজায় রাখার কারণেই সমাজে লিঙ্গগত ভূমিকাগুলিকে টিকিয়ে রেখেছে। এই তত্ত্ব দেখায় যে প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতেই ঐতিহাসিকভাবে পুরুষরাই সমস্ত সম্পদ দখল করে আছে। এমনকি পরিবারের মধ্যেও নারীরা পুরুষদের থেকে কম ক্ষমতা ভোগ করে। সাম্প্রতিককালের দ্বন্দ্বতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যখন নারীরা অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন তখনই তারা পরিবার ও সমাজে ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হবে।

প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদের লক্ষ্য হল মানব মিথষ্ক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রতীকগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে মানুষের আচরণকে বোঝা। নারীত্ব ও পুরুষত্বকে বোঝার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি তাই প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছে। প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদীদের মতে মিথষ্ক্রিয়াতে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি প্রাকৃতিক নয়, বরং সামাজিকভাবে তৈরি হয়েছে। তাছাড়া এই প্রতীকগুলির অর্থ স্থির নয়, এর পরিবর্তন ঘটে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই লিঙ্গ পরিচিতির অর্থগুলি যেমন সামাজিকভাবে নির্মিত হয় তেমনি সময়ের সাথে সাথে সেগুলির অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন কিছুকাল পূর্বে 'সমকামী' শব্দটি নেতিবাচক ও প্রতিকূল অর্থ বহন করত। কিন্তু বর্তমানে এই শব্দটি অনেক নিরপেক্ষ ও ইতিবাচক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। West এবং Zimmerman-এর মতে যখন মানুষ কোনো লিঙ্গগত ভূমিকা পালন করে বা লিঙ্গ পরিচিতিকে প্রকাশ করে তখন তারা প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গভেদ করছে। অর্থাৎ এদের 'মতে লিঙ্গভেদ মানে আমরা কোন্ লিঙ্গের সেটি নয়, বরং লিঙ্গভেদ হল আমরা যে প্রভেদ কাজের মাধ্যমে করে থাকি সেটিকে বোঝায় (Andersen & Taylor 2007:321)। প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদীদের মতে মানুষ একে অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তাদের কাজের ব্যাখ্যা বর্ণনার মাধ্যমে লিঙ্গভেদ তৈরি করে। অর্থাৎ প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদ অনুযায়ী লিঙ্গ বা

জেন্ডার হল সামাজিকভাবে নির্মিত। যেমন আমরা যখন নারীর মতো আচরণ করছি বা পুরুষের মতো আচরণ করছি তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গভেদ নির্মাণ করছি এবং বিদ্যমান সমাজশৃঙ্খলাকে পুনরুৎপাদন করছি।

বিগত কয়েক দশকে নারীবাদী আন্দোলনের উত্থান সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য শাস্ত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। সমাজতত্ত্বের পুরুষ আধিপত্যকে নারীবাদ যেমন চ্যালেঞ্জ জানায় তেমনি সমাজতত্ত্বের পুনর্গঠনেরও দাবি জানাতে থাকেন নারীবাদী চিন্তাবিদরা। সমাজ জগৎ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্ত্বের 'জেন্ডার'-কে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে। যদিও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে তবুও বলা যায় বেশিরভাগ নারীবাদীই এ বিষয়ে একমত যে, জ্ঞানব্যবস্থা 'সেক্স' ও 'জেন্ডার'-এর প্রশ্নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ নারী ও পুরুষের জীবন অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন বলে তারা বিশ্বকেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে এবং তাই তারা বিশ্ব সম্পর্কে একই ধরনের ধারণা নির্মাণ করতে পারে না। নারীবাদীরা দাবি করেন যে, সাবেকি সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি লিঙ্গভিত্তিক জ্ঞান ব্যবস্থাকে হয় উপেক্ষা করেছে অথবা অস্বীকার করেছে এবং সাথে সাথে পুরুষ প্রাধান্যভিত্তিক জ্ঞানব্যবস্থাকে তুলে ধরেছে। নারীবাদীদের মতে পুরুষরা বরাবরই সমাজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দখল করে থাকে এবং তারা সেই ক্ষমতা ও আধিপত্যকে ধরে রাখার জন্য তাকে বৈধতা দান করার জন্য জ্ঞানব্যবস্থাকে সেভাবেই নির্মাণ করেছে।

Syllabus-of-UG-Sociology-22032019.pdf - Read-only

Press, pp 39– 50

CC-7

Sociology of Gender and Sexuality

1. **Gendering Sociology:** An overview

2. **Gender as a Social Construct**
   2.1. Gender, Sex and Sexuality, Gender stereotyping and socialization, Gender role and identity
   2.2. Gender stratification and inequality, Gender discrimination and patriarchy, Production of Masculinity and Femininity,

3. **Gender: Differences and Inequalities**
   3.1 Class, Caste
   3.2 Family, Work
   3.3 Third Gender
   3.4 Sexual violence

4. **Gender, Power and Resistance**
   4.1 Power and Subordination
   4.2 Resistance and Movements (Chipko/ Gulabi Gang)

Readings:

1. Abbott, Pamela, Claire Wallace and Melissa Tyler. 2005. *An Introduction to Sociology: Feminist Perspectives.* London: Routledge.
2. Bhasin, Kamala. 1993. What is Patriarchy? New Delhi: Kali for Women.
3. Bhasin, Kamla, 2003. Understanding Gender, Kali for Women.
4. Chaudhuri, Maitrayee 2004.Feminism in India: Issues in Contemporary Indian Feminism Kali for Women, New Delhi.
5. Dube, Leela 1996 "Caste and Women" in M.N.Srinivas (ed.) *Caste: Its twentieth century avatar*, New Delhi: Penguin (pp 1-27).
6. Dyer.T., Gorshkov.M.K, Modi. Ishwar, Chunling.Li and Mapadimeng, 2018. Handbook of Sociology of Youth in BRIC COUNTRIES; World Scientific.
7. Fernandes, Leela.(ed). 2014. Routledge Handbook of Gender in South Asia. London: Routledge
8. Furr.L, Allen. 2018. Women, Violence and Social Stigma. Jaipur: Rawat Publications.
9. Halberstam, Judith. 1998. "An Introduction to Female Masculinity: Masculinity without men, in Female Masculinity. London: Duke University Press (pp 1-43) New Delhi: Zubaan 2012
10. Holmes, Mary. 2009. *Gender and Everyday Life*. London: Routledge.

11. Jackson, Stevi and Sue Scott (eds.) 2002. Gender: A Sociological Reader. London: Routledge.
12. Kabeer, Naila 1994. Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought: Gender Hierarchies in Development
13. Kalia, H.L. 2005. Work and the Family. Jaipur: Rawat Publications.
14. Menon, Nivedita (ed.) 1999. Gender and Politics in India. New Delhi: Oxford